শীতবস্ত্রের বিপুল আয়োজন

শিবদুর্গা বস্ত্রালয়

রঘুনাথগঞ্জ তুলসীবিহার বাটীর উত্তর দরজা

গ্রাহকগণের সুবিধার্থে মিল ও তাঁতের নানাবিধ ধুতি, শাড়ী, সার্টিং ও কোটিং আমদানী করা হয়েছে। আমাদের দোকানে আসিয়া সুলভে জিনিস ক্রয় করুন।

প্রোঃ—শিবদুর্গা বস্ত্রালয়

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৮শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২৪শে মাঘ বুধবার ১৩৬৮ ইংরাজী 7th Feb. 1962 { ৩৭শ সংখ্যা।

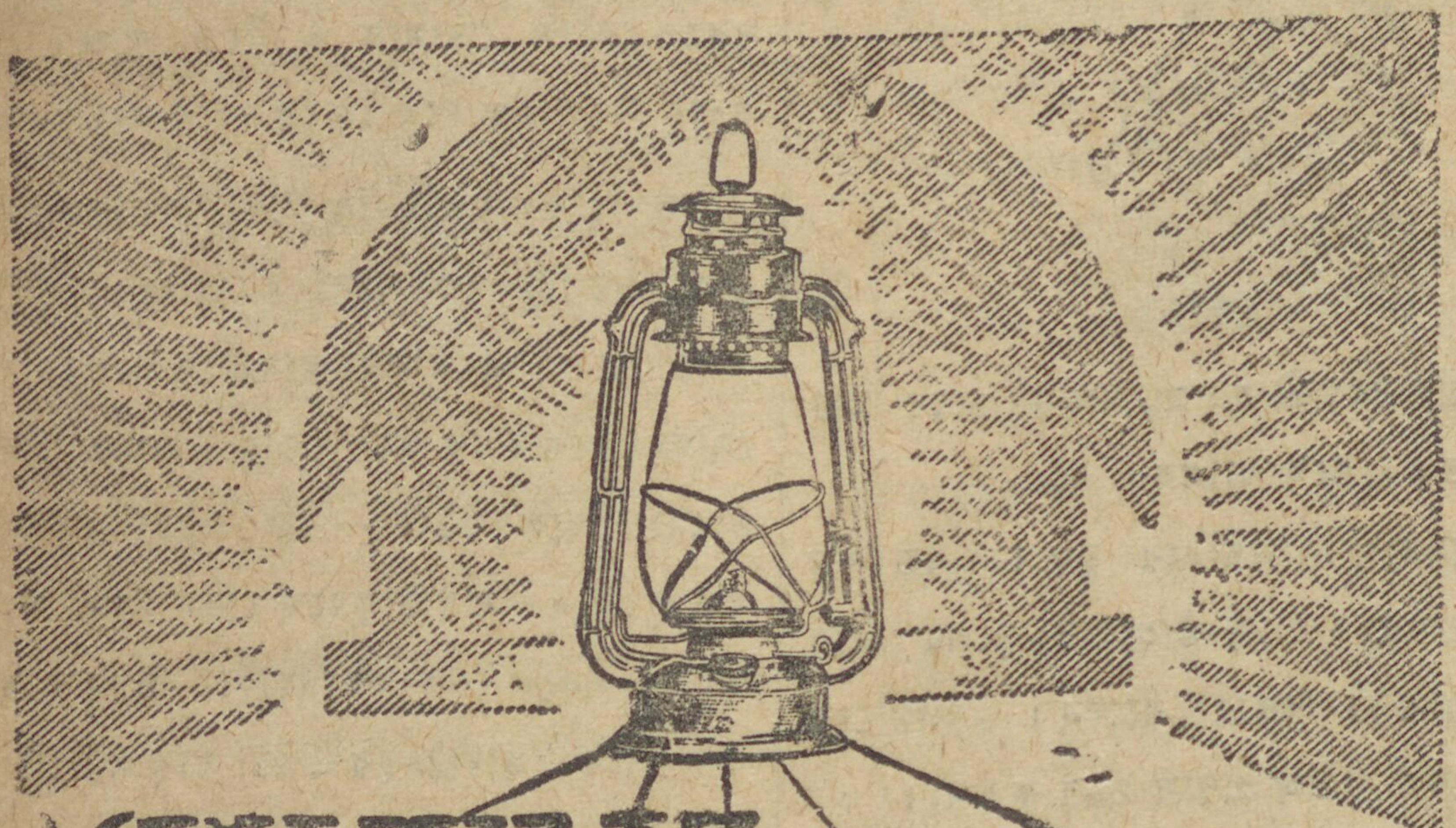

প্রতি ঘরের তরে...

দীপ্তি লণ্ঠন

ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

C. P. Sarvr

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

PATENT NO. 62354.OF.57

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

রন্ধনে স্বাচ্ছন্দ্য ও বিপুলতা আরামে।

প্রস্তুতকারক:

দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

KALPANA C. B.

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য ২.২৫ নঃ পঃ, নগদ মূল্য ০৬ নঃ পঃ। বিজ্ঞাপনের হার প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ নঃ পঃ। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন। ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

বিনীত—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

ওয়েষ্ট বেঙ্গল বুক-বাইণ্ডিং হল

এখানে সকল প্রকার বই ও খাতা সুরুচে বাঁধান হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীজ, সি, ঘোষ, রঘুনাথগঞ্জ।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৪শে মাঘ বুধবার সন ১৩৬৮ সাল।

এসো মা বীণাপাণি

—•—

প্রতি বৎসর তিনবার তোমার দর্শন পাই মা। একবার শরৎকালে, একবার বসন্তকালে মা-মহামায়ার সঙ্গে তাঁর কন্যারূপে, আর একবার হংসবাহনে বীণাপুস্তক হস্তে এই সময়। সৃষ্টি রক্ষার জন্য দেবগণ যখন এক এক দেবদেবীর উপর এক এক বিভাগ পরিচালনার ভার অর্পণ করিলেন, তখন তুমি পাইলে শিক্ষাবিভাগ এবং চারু-কলা অর্থাৎ শিল্প ও গীতবাদ্যের ভার। বাংলা মুলুকে এই বিভাগের লিখন পঠনাংশে বহু স্বার্থপর, অবিচারক, অসাধু ব্যক্তি নানাভাবে দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া তোমার সাদা অঙ্গে তোমারই মস্যাধারের মসী লেপন করিয়াছে। তাই নাকি তোমার মর্ত্ত্যভূমে আসিতে একটু সঙ্কোচ বোধ হইতেছে। তোমার দোষ কি মা? আমরা শুনিয়াছি—তুমি ছাড়া এক দুষ্কার্য্যকারিণী দুষ্টা সরস্বতী আছে। সেই সব পাজি লোকের স্কন্ধে ভর করিয়া অকার্য্য সংঘটন করাইয়া থাকে।

আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, এই ভারতে ক্রমে ক্রমে বহু সরস্বতী নামের পুরুষ ও মেয়ের আবির্ভাব হইয়াছে। তাহাদের "সরস্বতী" নাম গ্রহণ করা দেখিয়া আমাদের দেশের এক স্বল্পাক্ষর যুবক কলিকাতায় ডাক পিয়নের কাজ করিত, তাহাকেই মনে হয়, মা। সে যখন দেশে ফিরিত, দেশের লোকে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিত—তুমি কি কাজ কর কলকাতায়? সে প্রথমে গুমর করিয়া বলিত—তোমরা বুঝতে পারবে কি? বহু সাধ্যসাধনার পর তাহার পদের নাম করিত ইংরাজীতে—"ডেলিভারী পোষ্টম্যান অব্ দি পোষ্টাল ডিপার্টমেণ্ট আণ্ডার দি পোষ্ট মাষ্টার জেনেরাল অব্ বেঙ্গল এণ্ড আসাম আণ্ডার দি ইম্পিরিয়াল গবর্ণমেণ্ট।" এই সব মন্দা সরস্বতীর বা দুষ্টা সরস্বতীর অকার্য্যের জন্য তুমি দায়ী কেন হবে মা?

যাহারা সত্যিকার পণ্ডিত (অর্থাৎ আমাদের মত পণ্ড করা পণ্ডিত নন) তাঁহারা বলেন—

নাদাব্ধেস্তু পরং পারং ন জানাতি সরস্বতী।
অদ্যাপি মজ্জন-ভয়াৎ তুম্বীং বহতি বক্ষসি॥

নাদ অর্থাৎ শব্দরূপ সমুদ্রের পার কোথা, তা স্বয়ং সরস্বতীও জানেন না। আজিও তিনি এই সমুদ্রে ডুবিয়া যাইবার ভয়ে বক্ষে তুম্বী অর্থাৎ লাউ বহন করিতেছেন।

আমরা যদি সরস্বতী হই মা, মজ্জন ভয়ের জন্য কলসী (দড়ি?) সঙ্গে রাখিব।

মা, আমরা ছাপাখানার ভূত। বড় বড় পণ্ডিতেরা আমাদের ঘাড়ে তাঁহাদের ভুলের দোষ চাপাইয়া পাণ্ডিত্য বজায় রাখেন। আমাদের মসীলিপ্ত অঙ্গের সাষ্টাঙ্গ প্রণাম গ্রহণ কর মা।

শুভ্রাং স্বচ্ছবিলেপমাল্যবসনাং শীতাংশুখণ্ডোজ্জ্বলাং,
ব্যাখ্যামক্ষগুণং সুধাঢ্যকলসং বিদ্যাঞ্চ হস্তাম্বুজৈঃ।
বিভ্রাণাং কমলাসনাং কুচনতাং বাগ্দেবতাং সস্মিতাং
বন্দে বাগ্বিভবপ্রদাং ত্রিনয়নাং সৌভাগ্যসম্পৎকরীম্।

ওঁ সরস্বতি মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে।
বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোহস্তু তে।

শীতে বর্ষা

এখানে বেশ এক পশলা বৃষ্টি হ'য়ে গেল। বৃষ্টির সঙ্গে বাতাসও বেশ ছিল। মাঘ মাসের শেষার্দ্ধ তাই খনার বচনের ফল পাবার আশা করা যায়।

"ধন্য রাজার পুণ্য দেশ
যদি বরষে মাঘের শেষ।"

গ্রহ বৈগুণ্যে সংগ্রহ

—•—

প্রায় ৩০ বৎসর কি ৩২ বৎসর পূর্ব্বে ডজনখানেক রাশি ও আধ ডজন গ্রহ তাঁদের চলার পথে কি একটা কাণ্ড ক'রে ফেলে, দেশে এমনি একটা হৈ চৈ ব্যাপার করে তুলেছিল। তখন সুকিয়া ষ্ট্রীটে কান্তিক প্রেসে একটা সাহিত্যিকদের মিলনের স্থান ছিল। শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়, শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী, শ্রীনরেন দেব প্রমুখ সাহিত্যিকগণ প্রায় মিলিত হইতেন। বৈদ্যবাটীর (অধুনা স্বর্গত) ৺হরিদাস গাঙ্গুলী জ্যোতিষ আলোচনা করিতেন। তিনি এর জন্য একটি পয়সাও গ্রহণ করিতেন না। তিনি আসিবামাত্র সকলে হৈ হৈ ক'রে তাঁকে ধ'রে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা আরম্ভ করতেন কবে পৃথিবী রসাতলে যাচ্ছে? তুমি কোথা থাকবে? আমরা সকলে সেদিন তোমার বাড়ীতে আশ্রয় নেবো। সবাই মিলে এক সঙ্গে হৈ হৈ ক'রে মরা যাবে।

কথায় কথায় হরিদাস বলে উঠলো গরাণহাটার কৃষ্ণ ভটচায্যি খুব পয়সা কামাচ্ছে মাদুলী আর কবচ বেচে। এমন সময় দাদাঠাকুর (শরৎ পণ্ডিত) সেদিন দেশে হ'তে এসে সভায় উপস্থিত হওয়ামাত্র হরিদাস বলে উঠলো—কৃষ্ণ ভটচায্যি আমাদের সবকে চেনে—দাদাঠাকুরকে চেনে না। আজ চলো আমরা সকলে ওর গরাণহাটার গণনালয়ে গিয়ে বসে থাকি—দাদাঠাকুর একটা গান গাইতে গাইতে ভিক্ষার জন্য হাত পাতবে। ও কি করে দেখা যাবে। প্রেমাঙ্কুর হরিদাসকে বলে কৃষ্ণ ভটচায্যির যা অন্যে কেউ জানে না এমন সংবাদ দাদাঠাকুরকে বলে দিক। দাদাঠাকুর সেই সব কথা দিয়ে একটি গান তৈরী ক'রে গাইতে গাইতে গণনালয়ে ভিক্ষা চাইবে। আমরা সব আগে গিয়ে আড্ডা জমিয়ে বসবো।

হরিদাস দাদাঠাকুরকে বলে দিলে—ওর একটি মেয়ে চরকা দিয়ে পৈতা কাটে। আজ আমার সঙ্গে আসতে আসতে গল্প করছিল মাছের দরে তো পাগল ক'রে তুললো। আর কেনা যায় না। দাদাঠাকুর ব'সে ব'সেই গানের মধ্যে যাতে বারটা রাশি থাকে, সেই ভাবে যা তা ক'রে গান তৈরী

ক'রে সকলে যাত্রা করার পরে গরাণহাটার গণকালয়ে চল্লেন। তখনও মাদুলী কবচের খদ্দের আসেনি, জ্যোতিষী দুর্গা নাম ১০৮ বার লিখছেন আর এই সব গ্রহ তাঁর ঘরে বসে দাদাঠাকুরের আগমন আশা করছেন। দাদাঠাকুর গান গাইতে গাইতে মাদুরে না বসে মাটিতে বসে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চাইছেন। ভটচায্যি সবকে বলতে লাগলেন ইনি ভিকারী নন। একজন মহাপুরুষ! আমার মনের কথা অনেক বলে ফেলেছেন। টাকা এখনও আমদানি হয়নি বৈকালে আর একবার পায়ের ধূলো দিতে বলে সত্যি সত্যি দাদাঠাকুরের পায়ের ধূলো নিতে চেষ্টা করলেন। ভিকারী একটুও অপেক্ষা না ক'রে জাঙ্গিক প্রেসে ফিরে এলেন। সবকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিয়েছেন। ইনি কোথা থাকেন। এঁর দর্শন কবে পাব? তারপর নিজের গণনালয়ে না গিয়ে ১০টার সময়েই আসতে আরম্ভ করলেন। তিনি এসেছেন দেখেই দাদাঠাকুরকে সরিয়ে দেওয়া হতো। একদিন দাদাঠাকুরকে পেয়ে গানটি লিখে নিতে ছাড়েন নি। এই গানটিই তুলোট কাগজে লিখে দ্বাদশ রাশির কবচ বলে বিক্রী করতেন।

দ্বাদশ রাশির-গান

—•—

পাগল করলে গণক তোমায়
মেষ বৃষের ঐ শিঙের গুতো।
কন্যা বুঝি চরকা ধ'রে
তুলা নিয়ে কাটে সুতো।
কি করছো ভাই পরের গু'ণে,
পাগল হ'লে **মীন মিথুনে,**
ধনুতে দিবে তুলা ধুনে,
জানো **কাঁকড়া বিছার** কামড় কত?
তোমার দুঃখের কাহিনী,
জানেন মা **সিংহ**-বাহিনী
মকর-বাহিনী করবে দয়া
ধরবে যেদিন রবি-সুত
ফুটো **কুম্ভ** দিয়ে চিতার 'পরে
ঝরবে বারি অবিরত।

ভোটের আসরে

আগামী সাধারণ নির্ব্বাচনে জঙ্গিপুর মহকুমার চারিটী কেন্দ্র হ'তে বিধানসভার সদস্য পদের জন্য নিম্নের প্রার্থিগণ ভোটের আসরে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

ফরাক্কা—(১) মহম্মদ গিয়াসুদ্দিন, এম-এল-এ (কং), ২। জয়েদ মহম্মদ বিশ্বাস, ৩। টি, এ, জুবরবি, ৪। মদেশ্বর হোসেন, ৫। শ্রীস্বাধীন-কুমার গুপ্ত।

সুতি—(১) লুৎফল হক, এম-এল-এ (কং), ২। শিশ্‌ মহম্মদ।

জঙ্গিপুর—(১) শ্রীমুক্তিপদ চট্টোপাধ্যায় (কং) ২। শ্রীরমাপতি চট্টোপাধ্যায়, ৩। আবদুল হক, ৪। বদরুদ্দিন আমেদ।

সাগরদীঘি—(১) শ্রীঅম্বিকাচরণ দাস (কং), ২। শ্রীকুবেরচাঁদ হালদার, এম-এল-এ, ৩। শ্রীদ্বারকানাথ বর্ম্মণ, ৪। শ্রীদ্বিজপদ সরকার, ৫। শ্রীফকিরচাঁদ হালদার।

প্রজাতন্ত্র-দিবস পালন

বঙ্গেশ্বর বিষ্ণুচন্দ্র সিনিয়র বেসিক স্কুল, জুনিয়র বেসিক স্কুল, দক্ষিণগ্রাম সমাজশিক্ষা কেন্দ্রের ছাত্র-ছাত্রীগণ ও পল্লী উন্নয়ন সমিতির সভ্যগণ ভোর ৫-৩০টায় প্রভাতফেরী বাহির করিয়া বঙ্গেশ্বর গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া জিনদীঘি বেসিক স্কুল পর্য্যন্ত যায় এবং ৭টায় নিজ নিজ প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। এক সভায় বিভিন্ন বক্তাগণ প্রজাতন্ত্র দিবস সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

ভোট-গ্রহণের তারিখ

জঙ্গিপুর মহকুমায় বিভিন্ন নির্ব্বাচনী কেন্দ্রে আগামী সাধারণ নির্ব্বাচনে ভোট গ্রহণের তারিখ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। নিম্নে তারিখ দেওয়া হইল—

১৬ই ফেব্রুয়ারী—ফরাক্কা
১৮ই „ সুতি
২০শে „ সাগরদীঘি
২২শে „ জঙ্গিপুর

চব্বিশপ্রহর হরিনাম সংকীর্ত্তন

গত ২০শে মাঘ শনিবার হইতে ২২শে মাঘ সোমবার পর্য্যন্ত রঘুনাথগঞ্জ তুলসীবিহার বাটীতে শ্রীশ্রী৺জগন্নাথ দেব ঠাকুরের মন্দির প্রাঙ্গণে চব্বিশ-প্রহর হরিনাম সংকীর্ত্তন হইয়াছে। বহু ভক্ত হরিনাম সংকীর্ত্তনে যোগদান করিয়াছিল। ২৩শে মাঘ মঙ্গলবার নগর কীর্ত্তন সমস্ত সহর প্রদক্ষিণ করে। বৈকালে প্রায় পাঁচশত লোককে পরিতৃপ্ত সহকারে ভোজন করান হয়। রঘুনাথগঞ্জের শ্রীপূরণমল সরাফ ও শ্রীহুলীচাঁদ আগরওয়ালার একান্ত আগ্রহ ও উদ্যোগে উক্ত অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

আবশ্যক

রঘুনাথগঞ্জ প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য একজন ম্যাট্রিক অথবা স্কুল ফাইন্যাল এবং ট্রেণ্ড্‌ শিক্ষিকা আবশ্যক। ২০শে ফেব্রুয়ারীর (১৯৬২) মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন।

শ্রীঅবনীকুমার রায়, সম্পাদক
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ। ৬।২।৬২

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬২

১৯৬১ সালের ডিক্রীজারী

১১ স্বত্ব ডিঃ হেমবরণী দাসী মৃতান্তে ওয়ারিশ ঈশানীবালা দাসী দিং দেং সেরাজুদ্দিন ওরফে সের মহম্মদ সেখ মৃতান্তে ওয়ারিশ জুহ সেখ দিং দাবি ১৪৩ টাকা ৮২ নঃ পঃ থানা ফরাক্কা মৌজে সাঁকোপাড়া ৫০ শতকের কাত ৮৶৬ পাই তাহার অন্তর্গত ৪৩৷০ শতক তদুপরিস্থিত গৃহাদি মায় চাল ছাপ্পর, চৌকাট কপাট, নওয়া জিমা, আকাঠা সুকাঠা বৃক্ষাদিসহ আঃ ১৩০৲ খং ৬০৫ রায়ত স্থিতিবান

১৯৬০ সালের ডিক্রীজারী

৩৮ খাং ডিঃ মহান্ত গোবিন্দদাস আচারী দেং অহিভূষণ মণ্ডল দিং দাবি ২১ টাকা ৮৪ নঃ পঃ থানা সাগরদীঘি মৌজে জাগলাই ৪৮ শতকের কাত ২৮/৯ পাই আঃ ৮৲ আদালত মূল্য ১৫০৲ খং ৪৮১

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

শীতে ব্যবহারোপযোগী

মৃতসঞ্জীবনী সুধা, মহাদ্রাক্ষারিষ্ট চ্যবনপ্রাশ

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—**শ্রীনবীগোপাল সেন**, কবিরাজ

আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

(ছাত্রবন্ধু পুস্তকালয়ের সম্মুখে)

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং **বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি** ইত্যাদি ও **অঞ্চল** পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস	সেলস অফিস ও শোরুম
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯	৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলিঃ	ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ২৲ দুই টাকা ও মাশুলাদি ১·১৯ এক টাকা উনিশ নয়া পয়সা।

সোল এজেন্ট :—**ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম হোমিও প্রতিষ্ঠান

হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয় আমরা যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি। হোমিও পেটেন্ট **"আইওলিন"** চক্ষু ওঠায় ফল সুনিশ্চিত।

হ্যানিম্যান হল, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।